তারিখ 8 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬

শিক্ষায় বিনিয়োগ প্রসঙ্গে

দেশে যখন বিনিয়োগ-বান্ধব উদ্যোগ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তখন একটি সেমিনারে শিক্ষাখাতকেই এই ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি ব্র্যাক-কোপেনহেগেন কনসেনসাস সেন্টারের এক সেমিনারে বলা হইয়াছে যে, শিক্ষাখাতে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে এক টাকা বিনিয়োগ করা হইলে তাহার বিপরীতে ১৯ গুণ সুফল মিলিবে। বিনিয়োগ হিসাবে শিক্ষা যে অত্যন্ত লাভজনক—এই কথাটিই এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হইতেছে বৈকি। সেমিনারের বক্তারা বলিয়াছেন যে, এই খাতটি সকল বিচারেই অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি খাত হওয়া সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ হইতেছে না। এমতাবস্থায়, গোটা বিষয়বস্তু ও বিশেষজ্ঞগণের অভিমতকে আমলে লইয়া কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যে জরুরি, তাহা বলাই বাহুল্য। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রেই নহে, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিতে কারিগরি প্রশিক্ষণও এইক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার নিশ্চয়ই। আর একটি প্রশিক্ষিত জনসম্পদ গড়িয়া তুলিবার জন্য কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রেও বিনিয়োগ অপরিহার্য। এই উপলব্ধি যত দ্রুত বিনিয়োগকারীদের মনে ঠাঁই পায় ততই মঙ্গল। অন্যদিকে, অল্পশিক্ষিত গার্মেন্টস বা কারখানার শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করিয়া তোলা ও একই সঙ্গে ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার জন্য বিনিয়োগ করিলে এক টাকার বিপরীতে ৫ দশমিক ৪ টাকার সুফল পাওয়া সম্ভব—এই মর্মেও বিশেষজ্ঞগণ মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষার উপযোগিতা সৃষ্টি এবং শিক্ষার মাধ্যমে সত্যিকারের দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়িয়া তোলাটা সর্ব যুগে সর্ব সমাজেই এক অপরিহার্য বিষয়রূপে স্বীকৃত। শিক্ষা যেহেতু মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম প্রধান একটি উপাদান হিসাবে পরিচিত, সেহেতু এই ক্ষেত্রটিকে বিশেষ যত্নসহকারে বিকশিত হইতে দেওয়া দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত শিক্ষার উপরই একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আর তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে হেলাফেলার কোনো সুযোগই থাকা উচিত নহে। বিশেষত, শিক্ষা যখন একটি চমৎকার বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসাবে নিজের স্থান করিয়া নিয়াছে তখন তো উহার প্রতি কোনো প্রকার অবহেলা-অবজ্ঞা চলিতে পারে না। তবে শিক্ষায় বিনিয়োগ কোনোক্রমেই আর দশটি পণ্য উৎপাদন বা বিনিয়োগের মতন হইলে চলিবে না, কেননা, এই ক্ষেত্রে শুধু মুনাফাই প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইলে শিক্ষার মান এবং উদ্দেশ্য উভয়ই মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে পারে। আর সেই কারণেই পরম যত্ন আর কঠিন দায়িত্ববোধও এই বিনিয়োগের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিনিয়োগ ক্ষেত্রে শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদানের আবশ্যকতা বিনিয়োগকারীরা উপলব্ধি করিবেন, ইহাই প্রত্যাশিত। আশা করা যায় যে, বিনিয়োগকারিগণ দেশ-জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের বিষয়টিকে বিলক্ষণ মনে রাখিয়া এইক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।